রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১১, ২০১২

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২
পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১০ এপ্রিল ২০১২

নং আন্তঃ অপঃ ট্রাইঃ-২/১৯ বিধি/১২—International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (The Act No. XIX of 1973) এর ২২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত **"আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২"** প্রকাশ করা হইল।

এম এল বি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার)
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

লাইব্রেরি

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২

পুরাতন হাইকোর্ট ভবন

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ /২৭ চৈত্র ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

নং আন্তঃ অপঃ ট্রাইঃ-২/১৯ বিধি/১২—Interantional Crimes (Tribunals) Act, 1973 (The Act No. XIX of 1973) এর ২২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অধীনে উক্ত আইনের ৬ ধারা অনুসারে নব গঠিত এই ট্রাইব্যুনাল যাহা 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে-২' নামে অভিহিত এই আইনের অধীনে গঠিত তদন্ত সংস্থা, প্রসিকিউশন এবং আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহের বিচার কার্যক্রম ও ট্রাইব্যুনালের অফিসের কার্যাদি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রথম ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০১০ সালে প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কার্যপ্রণালী বিধিমালা ২০১০' এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং সেখানে আনীত সকল সংশোধনী এতদ্বারা গ্রহণ করতঃ তৎসহ বিধি ২(১৬), বিধি ১৮(৪) , বিধি ২৬, বিধি ২৯(১), বিধি ৪৩, বিধি ৫৩, বিধি ৫৪(১) এবং বিধি ৫৫ এর কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন সন্নিবেশনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের সুষ্ঠু কার্যক্রমের নিমিত্তে এই ট্রাইব্যুনাল নিম্নবর্ণিত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিধিমালা, প্রণয়ন করেন।

১। **শিরোনাম এবং প্রবর্তন**।—(১) এই বিধিমালা **"আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২"** হিসাবে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ২০১২ সালের ২২ মার্চ তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-এই বিধিমালার কোন বিষয় বা প্রসংগে কোন কিছু পরিপন্থি না থাকিলে—

(১) **"অভিযুক্ত"** বলিতে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের তদন্ত শুরু হইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে;

(২) **"আইন"** অর্থ The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 [Act No. XIX of 1973];

(৩) **"জামিন"** অর্থ ট্রাইব্যুনালে বন্ড দাখিল শর্তে অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া;

(৪) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান;

(৫) **"চার্জ"** অর্থ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ গঠন;

(৬) **"কমপ্লেইন্ট"** অর্থ আইনের ৩ (২) ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটন বিষয়ে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত কোন মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ বা ঐরূপ অপরাধ সংঘটন বিষয়ে তদন্ত সংস্থার নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে অভিযোগ;

(৭) **"কাউন্সেল"** অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি এ্যাডভোকেট হিসাবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে তালিকাভুক্ত;

(৮) **"ডেপুটি রেজিস্ট্রার "** অর্থ ট্রাইব্যুনালের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ;

(৯) **"সাক্ষ্য"** অর্থ ঘটনা সম্পর্কে তদন্তকালে সংগৃহীত সকল তথ্য প্রমাণাদি যাহা ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত হইবে এবং ট্রাইব্যুনাল সাক্ষীগণকে যে সকল বিবৃতি প্রদানে অনুমতি দিবেন ;

(১০) **"ফরম"** অর্থ বিধিমালার তফসিলে সংযুক্ত ফরমসমূহ ;

(১১) **"ফরমাল চার্জ"** অর্থ তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রসিকিউটর কর্তৃক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ বা অপরাধসমূহ সম্পর্কে পিটিশন আকারে ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত অভিযোগকে বুঝাইবে ;

(১২) **"আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২"** অর্থ আইন এর ৬ ধারার অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল ;

(১৩) **"তদন্ত সংস্থা"** অর্থ আইনের ৮ ধারার অধীনে গঠিত সংস্থা ;

(১৪) **"তদন্ত কর্মকর্তা"** অর্থ তদন্ত সংস্থার যে কোন সদস্য ;

(১৫) **"তদন্ত প্রতিবেদন"** অর্থ তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত শেষে কোন অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ সম্পর্কে দাখিলকৃত প্রতিবেদন;

(১৬) **"আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী"** অর্থ The Police Act,1861 [Act V of 1861] এর অধীনে গঠিত বাংলাদেশ পুলিশ, বা The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (Ord. XXV of 1979) এর অধীনে গঠিত আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নস বা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নস (র‍্যাব), বা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন,২০১০ (২০১০ সনের ৬৩ নং আইন) এর অধীনে গঠিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বা The Ansar Force Act, 1995 [Act 3 of 1995] এর অধীনে গঠিত আনসার ফোর্স, বা The Battalion Ansar Act, 1995 [Act 4 of 1995] এর অধীনে গঠিত ব্যাটেলিয়ন আনসার, বা The Coast Guard Act,1994 [Act 26 of 1994] এর অধীনে গঠিত কোস্ট গার্ড ফোর্স বুঝাইবে;

(১৭) **"সদস্য"** অর্থ ট্রাইব্যুনালের সদস্য ;

(১৮) **"শপথ"** অর্থ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে ফরম নং -১২ এ বর্ণিতভাবে সাক্ষী কর্তৃক ঘোষণা বা নিশ্চয়তা প্রদান ;

(১৯) **"অপরাধ"** অর্থ আইনের ৩(২) ধারায় বর্ণিত যে কোন অপরাধ;

(২০) **"প্রসিকিউটর"** অর্থ আইনের ৭ ধারার অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রসিকিউটর ;

(২১) **"রেজিস্ট্রার"** অর্থ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার ;

(২২) **"বিধিমালা"** অর্থ আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল-২) বিধিমালা, ২০১২ ;

(২৩) **"তফসিল"** অর্থ বিধিমালার শেষে সংযুক্ত তফসিল ;

(২৪) **"সীল"** অর্থ ট্রাইব্যুনালের সীল ;

(২৫) **"ধারা"** অর্থ আইনের ধারা।

(২৬) **"ভিকটিম"** বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি আইনের ৩(২) ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের ফলে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়
তদন্তকারী সংস্থার ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৩। (১) সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তদন্তকারী সংস্থা মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

(২) সরকার তদন্ত সংস্হার কোন সদস্যকে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন—

(ক) সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য ;

(খ) কোন তদন্ত কাজের নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রুত অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য; এবং

(গ) সংস্হার দক্ষ পরিচালনার লক্ষ্যে অন্য যে কোন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য।

৪। মামলার তদন্তকালে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা আইনে বর্ণিত ৮(১), ৮(৩), ৮(৪), ৮(৫), ৮(৬) এবং ৮(৭) ধারার বিধানাবলী অনুসরণ করিবেন।

৫। তদন্তকারী সংস্থা একটি কমপ্লেইন্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং তদন্তের উদ্দেশ্যে অপরাধ সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, তথ্য প্রাপ্তির তারিখ ও ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখপূর্বক উহাতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৬। কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে যদি তদন্তকারী কর্মকর্তার বিশ্বাস জন্মে , তাহা হইলে তিনি ঘটনাস্থলে যাইবেন, অপরাধ সম্পর্কিত ঘটনা ও অবস্থাদি বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৭। তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি তদন্তকালে সন্তুষ্ট হন যে তদন্ত কাজ পরিচালনা করার মত যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত নাই তাহা হইলে চীফ প্রসিকিউটরের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছাইয়া উক্ত তদন্ত বন্ধ করিতে পারিবেন।

৮। (১) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রত্যেক মামলার জন্য কেস ডাইরী সংরক্ষণ করিবেন এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ডাইরীতে প্রতিদিনের তদন্তের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনালের সামনে সাক্ষ্য প্রদানকালে ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান বা স্মরণশক্তি সতেজ করিবার জন্য তিনি কেস ডাইরী ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৩) কেস ডাইরী পর্যবেক্ষণ বা নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার কোন সুযোগ আসামী পক্ষ পাইবেন না ।

(৪) তদন্তকালে কি ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য ট্রাইব্যুনাল কেস ডাইরী দেখিতে পারিবেন।

(৫) ট্রাইব্যুনাল যথার্থ বিবেচনা করিলে পর্যালোচনার নিমিত্ত তদন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য প্রসিকিউটরদের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৯। (১) কার্যকর ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তদন্তের যে কোন পর্যায়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য প্রসিকিউটরের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের নিকট হইতে গ্রেফতারী পরওয়ানা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইবে সেই ব্যক্তি যে এলাকায় বসবাস করেন সেই সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উক্ত গ্রেফতারী পরওয়ানা তামিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী গ্রেফতারী পরওয়ানা তামিলের সময় অথবা পরবর্তিতে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই আইনের অধীন ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি ইতোমধ্যে অন্য কোন অপরাধ বা মামলা সংশ্লিষ্ট কাস্টডিতে থাকেন এবং ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের কার্যকর ও যথাযথ তদন্তের স্বার্থে কোন আটকাদেশ দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে তবে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে কাস্টডিতে আটক রাখার নির্দেশ প্রদানসহ প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারী করিতে পারিবেন।

(৫) তদন্তকালে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে, বিধিমালার অধীনে তাহার গ্রেফতারের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত কাজ সমাপ্ত করিবেন। বর্ণিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করার ব্যর্থতায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পূরণ স্বাপেক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিনে মুক্ত হইতে পারিবেন। তবে , ব্যতিক্রমী অবস্থায়, ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ পূর্বক তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে এবং হাজতে থাকা অভিযুক্ত ব্যক্তির আটকাদেশের পরবর্তী ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৬) অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজতে আটক থাকাকালে প্রতি তিন মাস পরপর তদন্ত কর্মকর্তা প্রসিকিউটরের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে তদন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন যাহা পর্যালোচনা করিয়া ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত ব্যক্তির আটক সম্পর্কিত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবেন।

১০। তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রয়োজন বোধ করিলে তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং দুই জন ব্যক্তির উপস্থিতিতে জব্দনামা প্রস্তুত করিয়া যে কোন মালামাল ও দালিলিক প্রমাণপত্র জব্দ করিতে পারিবেন।

১১। তদন্ত শেষে, তদন্তকারী কর্মকর্তা অপরাধ বা অপরাধসমূহের তদন্তকালে সংগৃহিত যাবতীয় সাক্ষ্য ও দলিলাদি ও প্রমাণপত্র তদন্ত প্রতিবেদেনের সাথে সংযুক্ত করিয়া চীফ প্রসিকিউটরের নিকট দাখিল করিবেন।

১২। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে সংগৃহিত সকল দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণসহ তদন্ত প্রতিবেদনের একাধিক সেট প্রস্তুত করিবেন এবং উহার এক সেট তাহার দপ্তরে সংরক্ষণ করিবেন।

১৩। তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত ১১ ও ১২ বিধিতে বর্ণিত সকল দালিলিক প্রমাণপত্র ও সাক্ষ্যাদি তদন্তকারী কর্মকর্তা সত্যায়িত করিয়া দিবেন।

১৪। প্রসিকিউটরস ও তদন্তকারী সংস্থা সকল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, সাক্ষী ও ভিকটিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন ও সকল ধরনের সাক্ষ্য সংরক্ষণ করিবেন।

১৫। তদন্তকারী কর্মকর্তা আইনের ৮(৭) ধারায় বর্ণিত অপরাধের জন্য লিখিত অভিযোগ দাখিল করিলে যে কোন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অভিযোগ আমলে নিতে ও বিচার করিতে পারিবেন।

১৬। (১) সুষ্ঠু ও কার্যকর তদন্তের স্বার্থে যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে তিনি প্রসিকিউটরের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে দরখাস্ত দাখিল করিবেন এবং যদি ট্রাইব্যুনালের কাছে ইহা বিবেচিত হয় যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে দেওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে দিবেন। তবে ঐরূপ হেফাজত কোন অবস্থাতেই ৩ (তিন) দিনের বেশী হইবে না।

(২) এই আইনের অধীনে তদন্তকালে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার জোর, জবরদস্তি বা ভীতি প্রদর্শন করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রসিকিউটর এর ক্ষমতা ও কার্যপরিধি

১৭। চীফ প্রসিকিউটর বা চীফ প্রসিকিউটর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন প্রসিকিউটর ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে প্রসিকিউশনের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবেন বা মামলা সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উপস্থাপন ও পরিচালনা করিবেন।

১৮। (১) অপরাধ বা অপরাধসমূহ সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর চীফ প্রসিকিউটর বা তাহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রসিকিউটর তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্তকালে সংগৃহীত কাগজাদি, তথ্যাদি ও সাক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতে দরখাস্ত আকারে 'ফরমাল চার্জ' প্রস্তুত করিবেন এবং উহা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবেন।

(২) তদন্ত সংস্থা—

(ক) বিধি ১৮(১) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রস্তুতে প্রসিকিউটরগণের সহিত কাজ করিবেন, এবং প্রতিবেদন দাখিলের পর প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত দলিলাদি ও দ্রব্যাদি বিন্যাসসহ ফরমাল চার্জ প্রণয়নের কাজে প্রসিকিউটরদের সহায়তা প্রদান করিবেন ;

(খ) বিচারের যে কোন পর্যায়ে সাক্ষ্য উপস্থাপনে প্রসিকিউটরদের সহায়তা করিবেন।

(৩) ট্রাইব্যুনাল যখন যেইভাবে নির্দেশ প্রদান করিবেন সেইভাবে তদন্ত সংস্থা প্রসিকিউটরের চাহিত মতে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষি উপস্থাপন করিবেন । সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সাক্ষীর হাজিরা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ইস্যুকৃত পরওয়ানা জারী করিতে তদন্ত সংস্থাকে সব রকম প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি (গণ) কে সরবরাহের লক্ষ্যে চীফ প্রসিকিউটর ফরমাল চার্জ এর অতিরিক্ত অনুলিপি এবং অভিযোগের সমর্থনে যে সকল দলিলাদির উপর প্রসিকিউশন নির্ভর করিতে চান তাহার অনুলিপিসমূহ দাখিল করিবেন যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার ডিফেন্স প্রস্তুত করিতে পারেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সাক্ষি ও ভিকটিমের সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার স্বার্থে অন্যান্য দলিলাদির সাথে সাক্ষি ও ভিকটিমের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ ব্যতিরেকে, কেবল তাহাদের নাম অভিযুক্তকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(৫) চীফ প্রসিকিউটর উপ-বিধি (১) এর অধীনে ফরমাল চার্জ দাখিলের সময় অভিযোগের সমর্থনে যে সকল দলিলাদির উপর প্রসিকিউশন নির্ভর করিতে চান, ফরমাল চার্জসহ সেই সকল দলিলাদির তিন সেট সিডি (কমপ্যাক্ট ডিস্ক) এবং ডি ভি ডি (ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক) এর মাধ্যমেও দাখিল করিবেন।

(৬) ডিফেন্স পক্ষ আইনের ধারা ৯(৫) এর অধীনে যে দালিলিক সাক্ষ্য ও সাক্ষীর উপর নির্ভর করিতে চান, সেই সকল দালিলিক সাক্ষ্য ও সাক্ষীর তালিকা, তিন সেট সিডি (কমপ্যাক্ট ডিস্ক) এবং ডি ভি ডি (ডিজিটাল ভার্সাটাইল ডিস্ক) এর মাধ্যমেও ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবেন।

১৯। যদি তদন্ত প্রতিবেদন হইতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিভাত না হয় তবে চীফ প্রসিকিউটর অধিকতর তদন্তের উদ্যোগ নিতে পারিবেন অথবা উক্ত তদন্ত বন্ধ করিতে পারিবেন।

২০। (১) দরখাস্ত আকারে 'ফরমাল চার্জ' দাখিলের সময় সেখানে অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের ও সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা, এবং ঘটনাস্থলসহ ঘটনার তারিখ ও সময় বিধৃত করিতে হইবে।

(২) যদি ইতোমধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার না হইয়া থাকেন তাহা হইলে অভিযুক্তের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রসেস জারীর নিমিত্তে চীফ প্রসিকিউটর বা এই প্রসংগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রসিকিউটর সংশ্লিষ্ট কেসের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজাদি, দলিলাদি এবং দ্রব্যাদি ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কার্যপদ্ধতি

২১। আইনের ৩(২) ধারায় বর্ণিত সকল অপরাধ আমলযোগ্য, অমিমাংসাযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য হইবে।

২২। অপরাধ আমলে গ্রহণের পর ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্তের উপস্থিতির জন্য যদি তিনি ইতোমধ্যে কাস্টডিতে না থাকেন একটি তারিখ ধার্য করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সমন বা ওয়ারেন্ট, যাহা ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, জারী করিবেন।

২৩। ট্রাইব্যুনাল যদি মামলার অপরাধ আমলে গ্রহণ না করেন তবে কেসটি খারিজ হইবে ।

২৪। (১) যখন ট্রাইব্যুনাল কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধের আদেশ প্রদান করিবেন তখন উক্ত আদেশ অনুসারে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত একজন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ঐরূপ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(১ক) বিধি ২৪(১) অনুসারে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির নিযুক্ত কাউন্সেলকে উপস্থিত থাকিবার বিষয়ে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিবেন, তবে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবার সময় উক্ত কাউন্সেল কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে বা কথা বলিতে পারিবেন না।

(২) যখন তদন্ত সংস্থার কোন সদস্য কোন সাক্ষীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার জন্য কোন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিবেন তখন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ঐরূপ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রথম শ্রেণীর কোন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ স্বীকারোক্তি এবং কোন সাক্ষীর বিবৃতি, যদি থাকে, লিপিবদ্ধ করিবেন যখন তাহা করিতে তিনি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আদিষ্ট হইবেন ।

২৫। (১) বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট একজন অভিযুক্তের দোষ স্বীকারোক্তি অথবা সাক্ষীর বিবৃতি সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অতঃপর একটি স্মারক প্রদান করিবেন যাহাতে এইরূপ দোষ স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত ছিল কিনা মর্মে ধারণা পাওয়া যাইতে পারে, এবং দোষ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকালে আইনের ১৪(২) ধারায় বর্ণিত বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে।

২৬। (১) ট্রাইব্যুনালের সকল অধিবেশনে সকল সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু অপরাধ আমলে গ্রহণ এবং রায় প্রদানের সময় ট্রাইব্যুনালের সকল সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

(২) অন্য সকল আদেশ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে উপস্থিতি একজন সদস্য কর্তৃকও প্রদত্ত হইতে পারে এবং অনুরূপ যে কোন আদেশ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল স্ব-উদ্যোগে অথবা কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযোগ গঠন সম্পর্কিত আদেশসহ প্রদত্ত যে কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(৪) কোন আবেদন দাখিল হইলে চেয়ারম্যান বা তাঁহার কর্তৃক মনোনীত সদস্য তাহা পর্যালোচনা করিবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, আবেদনটি বিবেচনা করিবার মত সারবত্তা রহিয়াছে তবে তিনি তাহা শুনানীর জন্য ট্রাইব্যুনালে অগ্রায়ন করিবেন, অন্যথায় তাহা সরাসরি খারিজ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন আদেশ রিভিউ করিবার প্রার্থনায় কেবল একবারই আবেদন দাখিল করা যাইবে, এবং অনুরূপ আবেদন রিভিউ অধীন আদেশের অনুলিপিসহ ঐ আদেশ প্রদানের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৬) সকল আবেদন কর্ম দিবসের বেলা ০৩:০০ টার মধ্যে রেজিস্ট্রার এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।"

২৭। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার পর ডিপোজিশন শীট এর প্রতি পৃষ্ঠায় সাক্ষী তাহার স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাংগুলির ছাপ প্রদান করিবেন।

২৮। (১) ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন কোন কেস নথি এবং ইহার সহিত উপস্থাপিত দলিলাদি, দ্রব্যাদি এবং সাক্ষ্যসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেঞ্চ অফিসার এবং সহকারী বেঞ্চ অফিসার এককভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক আয়োজিত স্থান ও প্রক্রিয়ায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি চিরদিনের জন্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি

২৯। (১) 'ফরমাল চার্জ', তদন্ত প্রতিবেদন, এবং ফরমাল চার্জের সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজাদি, দলিলাদি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিভাত হইলে ট্রাইব্যুনাল অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবেন।

৩০। অপরাধ আমলে গ্রহণের পর ট্রাইব্যুনাল ২২ বিধি অনুসারে প্রসেস বা ওয়ারেন্ট, যাহা উপযুক্ত ও যথাযথ বলিয়া মনে করেন, জারী করিবেন।

৩১। বিধি ২২ অনুসারে ইস্যুকৃত প্রসেস অ-জারীকৃত অবস্থায় ফেরত আসিলে ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধার্যকৃত তারিখে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত নোটিশ দুইটি দৈনিক পত্রিকায়, যাহার একটি বাংলা ও অপরটি ইংরেজী, প্রকাশের আদেশ প্রদান করিবেন।

৩২। দৈনিক পত্রিকাসমূহে নোটিশ প্রকাশ সত্ত্বেও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি নোটিশে ধার্য তারিখ ও সময়ে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিতি হইতে ব্যর্থ হন, এবং ট্রাইব্যুনালের যদি ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং তাহাকে গ্রেফতার করিয়া বিচারের জন্য সোপর্দ করা যাইতেছে না ও তাহার আশু গ্রেফতারের সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বিচার কার্য শুরু ও সম্পন্ন হইবে।

৩৩। কোন সমন এর প্রেক্ষিতে যখন একজন অভিযুক্ত ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হইবেন তখন তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইবে, যদি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তিনি জামিনে মুক্ত না হন।

৩৪। (১) পুলিশ গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরাসরি ট্রাইব্যুনালে হাজির করাইবেন। এই সময়ের মধ্য হইতে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল বাদ যাইবে ।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে যখন একজন অভিযুক্তকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হইবে তখন তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইবে, যদি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তিনি জামিনে মুক্ত না হন।

(৩) মামলার কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবেন এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে স্ব-উদ্যোগে অথবা কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল অনুরূপ শর্তাবলীর যে কোনটি সংশোধন করিতে পারিবেন। অনুরূপ শর্তাবলীর যে কোনটি ভংগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন বাতিল করিয়া তাহাকে হেফাজতে নেওয়া যাইবে।

৩৫। যখন কোন কেস বিচারের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন 'ফরমাল চার্জ', তদন্ত প্রতিবেদন এবং এতদ্‌সংগে উপস্থাপিত ও দাখিলকৃত দলিলাদি, দ্রব্যাদি বিবেচনায় গঠিত চার্জ এর ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল আইনের ১০ ধারায় বর্ণিত বিচারের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শুনানীর জন্য অগ্রসর হইবেন ।

৩৬। একই সময় সংঘটিত একই অপরাধের জন্য একাধিক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে বা ঐরূপ অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দানকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ঐরূপ অপরাধ সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা কোন একটি বা একাধিক অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ, বা একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রত্যেক অভিযোগের জন্য চার্জ গঠনের মাধ্যমে এক ও অভিন্ন বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হইবে।

৩৭। যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হইবেন বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হইবে তখন কেস রেকর্ড এবং তদসংগে দাখিলকৃত দলিলাদি বিবেচনা করিয়া এবং প্রসিকিউশন ও অভিযুক্তকে শুনানীর সুযোগ দিয়া ট্রাইব্যুনালের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন মর্মে অনুমান করিবার মত পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল সেই মর্মে কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

৩৮। (১) বিধি ৩৭ অনুসারে শুনানী ও বিবেচনার পর ট্রাইব্যুনাল যদি এই মত পোষণ করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন মর্মে অনুমান করিবার মত পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তবে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল এক বা একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদনুসারে চার্জ গঠন করিবেন এবং অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যে অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা তিনি স্বীকার করেন কিনা ।

(২) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার না করিলে তিনি তাহার ডিফেন্স প্রস্তুতির জন্য কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সময় পাইবেন।

৩৯। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধে অভিযুক্ত তাহা তিনি স্বীকার করেন তবে তাহা যথা সম্ভব তাহার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঐরূপ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল তাহাকে সাজা দিতে পারিবেন বা বিচার এবং রায় ঘোষণার সময় তাহা বিবেচনার উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনাল অনুরূপ স্বীকারোক্তি নথিতে সংযুক্ত ও সংরক্ষণ করিবেন।

৪০। যখন এই আইনের অধীনে কোন তদন্ত, বিচার বা অন্য কার্যক্রমের স্বার্থে কোন দলিল বা কোন বস্তু উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন ও প্রত্যাশিত বলিয়া ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা করিবেন, তখন যে ব্যক্তির দখল বা এখতিয়ারে অনুরূপ দলিল বা বস্তু রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন ট্রাইব্যুনাল সমন জারী করিয়া বা আদেশ দানের মাধ্যমে সমনে বা আদেশে বর্ণিত তারিখ, সময় ও স্থানে হাজির হইয়া সেই ব্যক্তিকে তাহা উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৪১। সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতের স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল কোন নির্দিষ্ট কেসে ট্রাইব্যুনালকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এক বা একাধিক 'এমিকাস কিউরি' নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪২। ট্রাইব্যুনাল কোন কেসের যে কোন পক্ষে বিদেশী কাউন্সেল কর্তৃক প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অনুমতি দিতে পারিবেন, যদি বাংলাদেশ বার কাউন্সিল অনুরূপ কাউন্সেল এর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সম্পর্কে অনুমোদন প্রদান করেন।

৪৩। (১) যখন কোন কেসের বিচারকালে কোন অভিযুক্তকে কোন কাউন্সেল প্রতিনিধিত্ব না করেন, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল সরকারি খরচে ঐ অভিযুক্তের পক্ষে একজন কাউন্সেল নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) আইনের ৩(২) ধারায় বর্ণিত কোন অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলিয়া অনুমিত হইবেন।

(৩) আইনের ৩(২) ধারায় বর্ণিত একই অভিযোগে কোন ব্যক্তির দ্বিতীয়বার বিচার করা যাইবেনা।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত শুনানীর অধিকার থাকিবে এবং তিনি তাহার পছন্দ অনুসারে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আইনানুগভাবে উপস্থিত হইবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) কোন অনাবশ্যক বিলম্ব ছাড়াই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার কার্যক্রম চলিতে থাকিবে।

(৬) শুনানীর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া যাইবে না।

(৭) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানে অথবা দোষ স্বীকারে বাধ্য করা যাইবে না।

৪৩ক । যদি জামিনে মুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন বা যে হাজতী ব্যক্তি যে কোন কারণে ট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে অস্বীকার করেন বা তাহাকে দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাহার কাউন্সেল এর উপস্থিতিতে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের থাকিবে অথবা অন্য যেইরূপ আদেশ উপযুক্ত মনে করেন তাহা ট্রাইব্যুনালে প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৪ । যে কোন মৌখিক বা দালিলিক, মুদ্রিত ও ইলেকট্রনিক সাক্ষ্য, গ্রন্থ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ছবি, সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন, ফিল্ম, টেপ রেকর্ডিংসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহা ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হইবে, তাহা ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করিবেন এবং যাহা আস্থা সৃষ্টি করেনা সেই সকল সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করিবেন, এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন সাক্ষ্য গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি চূড়ান্ত এবং কোথাও তাহা চ্যালেঞ্জ করা যাইবেনা।

৪৫ । ট্রাইব্যুনাল আইন এর ১১(৪) ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রসিডিং ড্র করিতে পারিবেন যদি ঐ ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের প্রসেস বাধাগ্রস্ত বা অপব্যবহার করেন, বা ট্রাইব্যুনালের কোন আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করেন, বা ট্রাইব্যুনালে কোন পক্ষের কেসকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রয়াসে কোন কিছু করেন বা ট্রাইব্যুনাল বা ইহার কোন সদস্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন বা অবমাননার প্রয়াস পান, বা এমন কিছু করেন যাহা ট্রাইব্যুনাল অবমাননার সামিল।

৪৬ । (১) জারীকৃত কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত ব্যাখ্যা, যদি দাখিল হয়, বিবেচনা করিয়া এবং উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করিবার পর ট্রাইব্যুনাল যদি এইমত পোষণ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি আইনের ১১(৪) ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী তবে ট্রাইব্যুনাল তদনুসারে তাহাকে দণ্ড ও সাজা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) আইনের ২০(২) ধারার অধীনে একজন সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ রায় প্রদানের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি পলাতক থাকিলে তাহার ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পনের তারিখ হইতে অথবা গ্রেফতারের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৩) অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদানকালে ট্রাইব্যুনালে যাহা সঠিক ও যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন সেই মতে তাহাকে অর্থ দণ্ডসহ অন্য যে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশও দিতে পারিবেন।

(৪) রায় বা আদেশের কোন করণিক বা গাণিতিক ত্রুটি বা বিচ্যুতি যে কোন সময় ট্রাইব্যুনালে স্ব-উদ্যোগে বা কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশোধন করিতে পারিবেন।

৪৬ক । ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণার্থে বা কার্যধারার অপপ্রয়োগ প্রতিরোধে প্রয়োজন দেখা দিলে যে কোন আদেশ প্রদানে বিধিমালার কোন কিছুই ট্রাইব্যুনালের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে সীমিত বা বাধাগ্রস্ত করিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাক্ষ্য

৪৭। ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে প্রত্যেক সাক্ষীকে তফসিলে বর্ণিত ফরম নং-১২ অনুসারে শপথ পাঠ করিতে হইবে।

৪৮। (১) কোন কেসের বিচারের যে কোন পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে সমন করিতে বা যাহাকে সাক্ষী হিসেবে সমন দেওয়া হয় নাই উপস্থিত এমন কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন বা ইতোমধ্যে পরীক্ষিত কোন ব্যক্তিকে পুনঃ তলব এবং পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনাল এইরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি সমন জারী এবং তাহাকে পরীক্ষা বা পুনঃ তলব এবং পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবেন যদি তাহার সাক্ষ্য বিচারের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে আবশ্যকীয় বলিয়া ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় ।

৪৯। বিধি ২৫(২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বিধি ২৫(১) এর অধীনে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ স্বীকারোক্তি বা কোন সাক্ষীর বিবৃতি ট্রাইব্যুনাল বিবেচনায় গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি ঐরূপ দোষ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বা ক্ষেত্রমতে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন বা কোনভাবে তাহাকে পাওয়া না যায় তাহা হইলে তাহার স্বাক্ষর ও হাতের লেখার সাথে যে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট পরিচিত তাহার কর্তৃক প্রমাণিত হয়।

৫০। অভিযোগ যুক্তিসংগত সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণের দায়িত্ব প্রসিকিউশন পক্ষের।

৫১। (১) 'এলিবাই' বা কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা তথ্য যাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে বা জ্ঞানে রহিয়াছে তাহা প্রমাণের দায়িত্ব হইবে অভিযুক্ত পক্ষের।

(২) আইনের ৯(৫) ধারার বিধান অনুসারে অভিযুক্ত পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলাদি বা দ্রব্যাদি প্রমাণের দায়িত্বও হইবে অভিযুক্ত পক্ষের ।

(৩) শুধুমাত্র 'অ্যালিবাই' এবং ডিফেন্স কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলাদি ও বস্তুসমূহ প্রমাণে ব্যর্থতা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিবে না।

৫২। কোন কেসে অভিযুক্তের সংখ্যা একাধিক হইলে কোন অভিযুক্তের পক্ষে সাক্ষ্য দাখিল করা হইতেছে তাহা অভিযুক্তের নাম উল্লেখে নোট রাখিতে হইবে।

৫৩ (১) সাক্ষির সাক্ষ্য বাংলা অথবা ইংরেজীতে কম্পিউটারে টাইপকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা ট্রাইব্যুনাল যেইরূপ নির্দেশ দিবেন সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(২) সাক্ষির জেরা কেবলমাত্র তাহার জবানবন্দির বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঐ সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে জেরা করিবার এবং তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্যের অসংগতি গ্রহণের স্বাধীনতা থাকিবে।

(৩) কার্যকর এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যখন যেইভাবে প্রয়োজন হয় সেইভাবে সময় ব্যাবস্থাপনার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করিবার এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

৫৪। (১) প্রসিকিউশন পক্ষ কোন পাণ্ডুলিপি উহার প্রণেতা বা যিনি উক্ত প্রণেতার স্বাক্ষর বা হাতের লেখার সহিত পরিচিত তাহার কর্তৃক অথবা সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপির প্রণেতা যদি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন বা তাহাকে পাওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে উক্ত পাণ্ডুলিপি বা পাণ্ডুলিপিসমূহ যে ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তি ইহা জানেন যে, অনুরূপ পাণ্ডুলিপি বা পাণ্ডুলিপিসমূহ যাহার দখল বা হেফাজত হইতে সংগৃহীত তাহার দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন দলিল বা উহার ফটোকপি প্রাথমিকভাবে সাক্ষ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে ট্রাইব্যুনাল, আইনের ১৯(১) ধারার বিধানের ধারাবাহিকতায়, উহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

৫৫। কোন দলিল প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হইলে ইহার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

৫৬। (১) ঘটনাস্থল, ঘটনার সময় ও তারিখ সম্পর্কে কেসের ঘটনার অস্বাভাবিকতা ও অবস্থা দাবী করিলে ট্রাইব্যুনাল প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী সাক্ষ্য এবং প্রত্যক্ষ ও কোন ঘটনা সম্পর্কে অবস্থাগত সাক্ষ্যের প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনাল নিজস্ব বিবেচনায় শ্রুত সাক্ষ্য এবং অশ্রুত সাক্ষ্য আমলে গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ শ্রুত সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সাক্ষ্যগত মূল্য বিচার শেষে পৃথকভাবে মূল্যায়ন ও পরিমাপ করিবেন।

(৩) কেবলমাত্র বিবৃতির যে অংশ কোন দোষ সংক্রান্ত বস্তু বা বস্তুসমূহ উদঘাটনে সহায়ক সেই অংশ ছাড়া তদন্তকালে তদন্ত কর্মকর্তা বা প্রসিকিউটরের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিবৃতিই সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৫৭। ট্রাইব্যুনাল সেই সকল বিধিসমূহ প্রয়োগ করিবেন যাহা কোন বিচার্য বিষয় নিরূপণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অনুকূল ও আইন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

৫৮। (১) প্রসিকিউশন বা অভিযুক্ত পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ দ্বারা উপযুক্তভাবে চিহ্নিত ও প্রমাণিত হইতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হইবে।

(২) প্রসিকিউশন পক্ষের প্রদর্শিত সাক্ষ্য ইংরেজী গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা এবং অভিযুক্ত পক্ষের প্রদর্শিত সাক্ষ্য ইংরেজী অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত হইবে, এবং অনুরূপ প্রদর্শিত সাক্ষ্য ও কাগজাদি মামলার নথির অংশ হইবে ।

ষষ্ঠ-ক অধ্যায়

সাক্ষি ও ভিকটিম সুরক্ষা

৫৮ক। (১) ট্রাইব্যুনাল স্ব-উদ্যোগে বা কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাক্ষী, এবং অথবা ভিকটিমের সুরক্ষা, গোপনীয়তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশসহ প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারিবেন। এই প্রক্রিয়া গোপনীয় থাকিবে এবং অপর পক্ষকে অবহিত করা হইবেনা।

(২) সরকার —

(ক) সাক্ষী, এবং অথবা ভিকটিম প্রার্থনা করিলে তাহার বা তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) ট্রাইব্যুনালের নির্দেশনা মোতাবেক সাক্ষী, এবং অথবা ভিকটিমের নিরাপত্তা তদারকি নিশ্চিত করিবেন; এবং

(গ) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ দ্বারা প্রহরা প্রদান পূর্বক সাক্ষী এবং ভিকটিমকে বিচার কক্ষে আনা নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) আইনের ১০(৪) ধারার অধীনে ক্যামেরা কার্যক্রম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রসিকিউটর এবং ডিফেন্স কাউন্সেল উভয়ই কার্যক্রমের গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবেন এবং অনুরূপ কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত কোন তথ্যাদিসহ সাক্ষীর পরিচয় প্রকাশ করিবেন না। অনুরূপ অঙ্গীকারনামার কোন ব্যত্যয় ঘটিলে আইনের ১১(৪) ধারার বিধান অনুসারে তাহাকে বা তাহাদের প্রসিকিউট করা যাইবে।"

সপ্তম অধ্যায়

ট্রাইব্যুনালের অফিস

৫৯। (১) একজন রেজিস্ট্রার, একজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সহকারী রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মচারীদের সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনালের অফিস গঠিত হইবে।

(২) রেজিস্ট্রার চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে অফিসের কার্যাদি সংগঠিত ও তাহা সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিবেন ।

(৩) রেজিস্ট্রার এর অফিস ট্রাইব্যুনালকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ রেজিস্ট্রার চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কর্তব্য পালন করিবেন।

(৪) ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশ্যে কৃত সকল যোগাযোগ রেজিস্ট্রারকে প্রদান করিতে হইবে।

(৫) অফিস কর্ম সময় সকাল ১০.০০ টা হইতে দুপুর ১.০০ টা এবং দুপুর ২.০০ টা হইতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত এবং বিচারিক কর্ম সময় সকাল ১০.৩০ টা হইতে বিকাল ৪.৩০ টা পর্যন্ত হইবে এবং মাঝখানে দুপুর ১.০০ হইতে ২.০০ টা পর্যন্ত ০১(এক) ঘণ্টা বিরতি থাকিবে।

(৬) সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে শুক্র ও শনিবার অফিস বন্ধ থাকিবে।

(৭) রমজান মাসের জন্য ট্রাইব্যুনাল ভিন্ন অফিস কর্ম সময় এবং বিচার কর্ম সময় নির্ধারণ করিবেন।

(৮) চেয়ারম্যানের সাময়িক অনুপস্থিতকালীন সময়ে ট্রাইব্যুনালের জ্যেষ্ঠ সদস্য চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

রেজিস্ট্রার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি

৬০। ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার

(১) ট্রাইব্যুনালের অফিসের মূখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা হইবেন এবং প্রসিকিউটর কর্তৃক ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দাখিলকৃত কেসসমূহ গ্রহণ করিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনালের কার্যাদি সম্পাদনে চেয়ারম্যানের কর্তৃত্বাধীন সহায়তা প্রদান করিবেন এবং ট্রাইব্যুনালের প্রশাসন ও সেবা প্রদান বিষয়ে দায়ী থাকিবেন, ট্রাইব্যুনালের মুখপাত্র হিসাবে ইহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং ট্রাইব্যুনালের 'চ্যানেল অব কম্যুনিকেশন' হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অফিসের কর্মচারীদের 'ডিউটি রোস্টার' সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) ফরম নং-১৫ এ বর্ণিত মতে 'কেস রেজিস্টার' সংরক্ষণ করিবেন যেখানে কেসসমূহ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং নম্বরভুক্ত ও নিবন্ধিত কেসসমূহ ICT-BD Case হিসাবে অভিহিত হইবে।

(৫) কেস রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) চেয়ারম্যানের পক্ষে সরকার ও অন্যান্য দপ্তরে যোগাযোগ ও পত্র যোগাযোগ করিবেন ।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতের জন্য ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ ও চাহিদা মোতাবেক সীল ও নিজ স্বাক্ষর প্রদানে আসামী বা সাক্ষীর প্রতি সমন বা গ্রেফতারী পরওয়ানা বা তল্লাশী পরওয়ানা জারী করিবেন, এবং এই বিষয়ে একটি প্রসেস রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৮) আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি ট্রাইব্যুনালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব, ব্যবস্থাপনাসহ আর্থিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং বাজেট বরাদ্দের জন্য পদক্ষেপ নিবেন এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে তিনি বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে প্রয়োজন বিবেচনায় ব্যয় নির্বাহ করিবেন।

(৯) ট্রাইব্যুনালের দৈনন্দিন ও আকস্মিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থায়ী অগ্রিম হিসাবে ২০,০০০/= টাকা নগদে বা ভাউচারে বা উভয়ভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(১০) পত্র-জারী রেজিস্টার, পত্র-প্রাপ্তি রেজিস্টার, অফিস-অর্ডার বহি, পিয়ন-বহি সহ অন্যান্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন, এবং কর্মচারীদের দৈনন্দিন হাজিরা-বহি সংরক্ষণ ও যথারীতি স্বাক্ষর করিবেন।

(১১) অভিযুক্ত বা প্রসিকিউটরের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাদা কাগজে প্রস্তুতকৃত প্রতি পৃষ্ঠা ১০/= টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত রায় এর জাবেদা নকল প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবেন বা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিবেন। কিন্তু কোন পলাতক সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্তকে ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ না করা বা গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কোন জাবেদা নকল দেওয়া হইবে না, এবং

(১২) ট্রাইব্যুনালের সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনের স্বার্থে চেয়ারম্যান কর্তৃক যেরূপ দায়িত্ব অর্পিত হইবে তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৬১। ৬০ বিধির উপ-বিধি (১)(২)(৮) এবং (৯) ব্যতিত রেজিস্ট্রার এই বিধিতে প্রদত্ত কোন ক্ষমতা ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে ডেলিগেট করিতে পারিবেন এবং সেইরূপ ক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন।

৬২। (১) ট্রাইব্যুনালের সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে যখন শৃংখলা ও নিয়ম রক্ষা প্রয়োজন বলিয়া ট্রাইব্যুনাল মনে করিবেন তখন রেজিস্ট্রার ট্রাইব্যুনালের কোর্ট রুমের অভ্যন্তরে কাউন্সেলসহ যেকোন ব্যক্তির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনালের বিচার কক্ষের ভিতরে শৃংখলা ও নিয়ম রক্ষার স্বার্থে রেজিস্ট্রার কর্তৃক ইস্যুকৃত "প্রবেশ পত্র" ব্যতিত কোন কাউন্সেল, সাংবাদিক, মিডিয়া কর্মী বা অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৬৩। (১) রেজিস্ট্রার এর নির্দেশ অনুসারে ডেপুটি রেজিস্ট্রার তাহার কাজে সহায়তা প্রদান করিবেন।

(২) রেজিস্ট্রার এর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি রেজিস্ট্রার স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

নবম অধ্যায়

প্রতিনিধিত্ব এবং ফি ইত্যাদি

৬৪। যথাযথভাবে সম্পাদিত ও পক্ষসমূহ হইতে প্রাপ্ত ওকালতনামা দাখিল করিয়া কোন কাউন্সেল ট্রাইব্যুনালে উক্ত পক্ষসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

৬৫। ট্রাইব্যুনালে দাখিলযোগ্য প্রত্যেক দরখাস্তে ১০ টাকার কোর্ট ফি এবং ওকালত নামায় ৫০ টাকার কোর্ট ফি সংযুক্ত করিতে হইবে ।

দশম অধ্যায়
সংশোধনী

৬৬। সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে প্রয়োজন ও অনিবার্য বলিয়া মনে করিলে ট্রাইব্যুনাল এই বিধিমালার যে কোন সংশোধনী, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি আনিতে পারিবেন।

মোঃ শাহিনুর ইসলাম	**বিচারপতি ওবায়দুল হাসান**	**বিচারপতি এ.টি.এম ফজলে কবীর**
সদস্য	সদস্য	চেয়ারম্যান

এমএলবি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
(ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার)
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২
পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।

SCHEDULE

ICT-BD Form No. 01.

Summons to an accused person

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

ICT-BD Case No.----------

To----------

of----------

Police Station----------

District----------

Whereas your attendance is necessary to answer to a charge of offence punishable under section 3 of the International Crimes(Tribunals) Act ,1973,you are hereby required to appear in person, before the International Crimes Tribunal, Dhaka on the ----------day of ----------20----(year) at 10:00 A.M without fail.

Given under my hand and the seal of the Tribunal as directed, this the ---------day of---------of----------(year).

By Order of the Tribunal
Registrar

ICT-BD Form No. 02.

Summons to Witness

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

ICT-BD Case No.----------

To----------

of----------

Police Station----------

District----------

WHEREAS complaint has been lodged before the Tribunal that---------- ---------- has or is suspected to have committed the offence punishable under section 3 of the International Crimes (Tribunals) Act, 1973 and it appears to the Tribunal that you are likely to testify or give material evidence for the prosecution.

You are hereby summoned to appear before this Tribunal on the ----------day of -- ----------(month) of ---------(year) at 10:00 A.M to disclose what you know concerning the above offence. If you neglect or refuse to appear before the Tribunal on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Given under my hand and the seal of the Tribunal as directed, this the ---------- day of----------of (year).

By Order of the Tribunal

Registrar

Report of Service

Endorsed to ----------for service

Served by me on----------

Signature of the accused Serving Officer

Returned to the Tribunal on----------

ICT-BD Form No. 03.

Warrant of Arrest of Accused

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

To- ----------Metropolitan Police Commissioner, ----------/Police Super, District----------/ the Officer in-Charge, Police Station----------, District----------

WHEREAS

----------(name of the accused) of ---------- Police Station---------- ----------District----------stands charged with the offence punishable under section 3 of the International Crimes (Tribunals) Act, 1973 you are hereby directed to arrest the said accused and produce him before this Tribunal.

Given under my hand and the seal of the Tribunal as directed, this the ---------- day of----------(month) of ----------(year).

By Order of the Tribunal

Registrar

ICT-BD Form No. 04.

Order requiring production in Court of accused in prison

International Crimes Tribunal, Dhaka

ICT-BD Case No.----------

To

The Officer in Charge of the jail at ----------

WHEREAS the attendance of ---------- at present confined/ detained in the above mentioned prison, is required in this Tribunal to answer to a charge of the offence punishable under section 3 of the International Crimes (Tribunals) Act, 1973 or for the purpose of the proceeding of the case as mentioned herein.

You are hereby required to produce the said accused under safe and sure conduct before this Tribunal on----------day of---------- ---------20---------- by 10:00 A.M for the purpose of the said proceedings, and after this Tribunal has dispensed with his further attendance cause him to be conveyed under safe and sure conduct back to the said prison.

Given under my hand and the seal of the Tribunal as directed, this the ---------- day of----------(month) of ----------(year).

By Order of the Tribunal

Registrar

ICT-BD Form No. 05.

Bail-Bond after arrest under a Warrant

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

ICT-BD Case No.----------

I, ----------of----------
being brought before the International Crimes Tribunal, Dhaka under warrant issued to compel my appearance to answer to the charge of offence punishable under section 3 of the International Crimes (Tribunals) Act,1973 to face the trial do hereby bind myself to attend in the Tribunal on the dates so fixed for the purpose of the proceeding and in case of my making default therein, I bind myself to forfeit to the State the sum of Taka.----------

Dated this the ----------day of ----------20----------

(Signature)

I hereby declare myself or we hereby declare ourselves jointly that the above named accused----------of----------District ---------- , shall attend before the Tribunal on the date fixed by the Tribunal to face the above charge, and shall continue so to attend until otherwise directed by the Tribunal; and in case of his making default therein, I bind myself/ we bind ourselves to forfeit to the State, the sum of Tk.----------
Dated this day of 20 .

(Signature)

ICT-BD Form No. 06.

Warrant to bring up a witness

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

To----------

of----------

Police Station----------

District----------

WHEREAS complaint has been made before the Tribunal that ----------
----------of----------
district----------has committed the offence punishable under section 3 of the International Crimes (Tribunals) Act , and it appears to the Tribunal that ----------can give evidence concerning the said complaint; and whereas the Tribunal has good and sufficient reason to believe that he will not attend as a witness on the hearing of the said complaint unless compelled to do so, this is to authorize and require you to arrest the said ---------- to bring him before this Tribunal, to be examined touching the offence complained of. On the---------- day of----------20 at 10:00 A.M.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this ----------
day of ----------20 .

By Order of the Tribunal
Registrar

Space for court-fee stamp

ICT-BD Form No. 07.

Application for Inspection of Record

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

Number of the Case	Name of the Advocate/person who will inspect the record/ document	Date and Time of Inspection	Official in presence of whom Inspection will be held	Remark
1	2	3	4	5

NB: Column 3 and 4 will be filled up by the Registrar

Date…….. 20..... Signature of the applicant.

ICT-BD Form No. 08.

Summons to produce any document or other things

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

ICT-BD Case No.----------

To----------

of----------

Police Station----------

District----------

WHEREAS it appears to this Tribunal that the production of the under mentioned document(s) or thing(s), is/are necessarily desirable for the purposes of trial/proceeding by this Tribunal, you----------
of----------district----------
is hereby required to attend this Tribunal and produce the said document (s) or thing(s) on the ----------day of----------20 at 10:00 A.M before this Tribunal without fail.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this ----------
day of ---------- 20 .

By Order of the Tribunal
Registrar

Brief Particulars of the document(s) or thing(s):

ICT-BD Form No. 09.

Order requiring production of person in prison for giving evidence in Tribunal

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

ICT-BD Case No.----------

To

The Officer in Charge of the jail at----------

WHEREAS complaint has been made before this Tribunal that---------- ---------- of---------- has committed the offence punishable under section 3 of the International Crimes (Tribunals) Act , 1973, and it appears that ---------- (name of witness confined in prison) at present confined/detained in the above mentioned prison, is likely to give material evidence for the prosecution/defence;

You are hereby required to produce him before this Tribunal on the ---------- day of----------20---------at 10:00 A.M. for giving evidence in the matter now pending before this Tribunal, and after this Tribunal has dispensed with his further attendance cause him to be conveyed under safe and sure conduct back to the said prison. And you are further required to inform the said person confined in your prison of the contents of this order and deliver to him the attached copy thereof.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this ----------day of ---------- 20 ----------.

By Order of the Tribunal

Registrar

ICT-BD Form No. 10.

Form of Recording Deposition

In the International Crimes Tribunal, Dhaka, Bangladesh

ICT-BD Case No.----------

Prosecutor versus ----------

Deposition of witness no.---------- for the ----------
aged about----------years, taken on oath----------day of ----------
20----------.

My Name is----------

My father's name is ----------

My mother's name is----------Age----------

I am by religion----------, My home is at village----------, Police Station----------,

District----------, I at present reside in----------,

Police Station----------, District----------,
my occupation is ----------.

ICT-BD Form No. 11.

Certificate to witness or the person testifying in Tribunal

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

ICT-BD Case No.----------

It is hereby certified that ----------son of ------ ----------of village---------- police station----------district---------- attended this Tribunal today the ----------day of ----------(month) ----------(year) to testify in connection with the aforementioned case as produced by the prosecution/defence. After deposing he /she left the Tribunal today at ----------hrs.

Given under my hand and the seal of the Tribunal as directed, this the ---------- day of----------of----------(year).

By Order of the Tribunal

ICT-BD Form No.12

In the International Crimes Tribunal, Dhaka

Oath Form (English)

"I swear that the evidence which I shall give in this case before this Tribunal shall be true, that I will conceal nothing, and that no part of my evidence shall be false."

শপথ ফরম (বাংলা)

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই মামলায় অত্র ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে আমি যে সাক্ষ্য দিব তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কিছু গোপন করিবনা, এবং আমার সাক্ষ্যের কোন অংশ মিথ্যা হইবেনা।"

ICT Form No. 13

Seal of International Crimes Tribunal
Dhaka, Bangladesh

Bengali Seal

English Seal

Both the Seals bear the name and location of the Tribunal having emblem of a scale in its middle. Its shape is round. The dimension is given below :—

Length and breadth : 04 cm × 04 cm. emblem of a scale in its middle emblem of a scale in its middle.

ICT Form No. 14.

Order Sheet

International Crimes Tribunal-2, Bangladesh

Present: Mr. Justice A T M Fazle Kabir, Chairman
Mr. Justice Obaidul Hasan, Member
Mr. Md. Shahinur Islam, Member

ICT-BD Case No----------

Prosecutor

versus

Charge(s):----------

Prosecutor(s):

Defence Counsel(s)

Serial No. of Order
Date

Order with signature of the Tribunal

Office note as to action on order (if any) and date

Member Member Chairman

ICT-BD Form No. 15

INTERNATIONAL CRIMES TRIBUNAL
Old High Court Building
Dhaka, Bangladesh

ICT-BD Case Receipt Register

Serial No	ICT-BD Case Number	Name of accused person(s) with particulars	Offence and section under which charged	Date of filing Investigation Report to the Prosecution	Date of submission of formal charge by the prosecutor to the Registrar's office for placement to the Tribunal	Name of the Prosecutor who submits the formal charge	Total number of pages (Complaint, materials, evidence paper etc.)	Date of submission before the Tribunal	Date of framing charge by the Tribunal	Number of prosecution witness examined	Number of defence witness examined	Judgment with date	Result in appeal, if any	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ICT-BD Form No. 16

INTERNATIONAL CRIMES TRIBUNAL
Old High Court Building
Dhaka, Bangladesh.

Register of Processes Issued

Serial No.	Number of Case(s)	Name of person/accused/witness to whom process issued with particulars	Date of issuance of process(s)	Nature of process(s)	Date when returnable	Date of return	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8

ICT-BD Form No. 17

INTERNATIONAL CRIMES TRIBUNAL
Old High Court Building
Dhaka, Bangladesh.

Register of Petitions, etc. and Court-fees in the Tribunal

Date	Serial No.	Number of case to which the petition relates	Nature of document if a petition, the purpose	Process fee	All other fees	Total	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd